মুজিবনগরে কমিউনিটি পুলিশিং ডে পালিত

বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে মুজিবনগরে কমিউনিটি পুলিশিং ডে পালন করা হয়েছে।

শনিবার বিকাল তিনটার সময় মুজিবনগর থানা চত্বরে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।

এদিকে, কমিউনিটি পুলিশিং ডে উপলক্ষে আলোচনাসভার আগে “জনতাই পুলিশ,পুলিশিই জনতা” এই শ্লোগানে একটি র্যালী বের করা হয়। মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের নেতৃত্বে র্যালীটি থানা চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের মেন মেন সড়ক প্রদক্ষিন করে পুনরায় থানা চত্বরে এসে শেষ হয়।

উক্ত র্যালীতে মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন,উপজেলা যুবমহিলা লীগের সাধারন সম্পাদক তহমিনা খাতুন,কেদারগন্জ বাজার কমিটির সভাপতি কুতুবউদ্দীন মল্লিক, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আলিফ হোসেনসহ পুলিশের বিভিন্ন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক- শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশ নেন।

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ মাদক

ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে ১২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ শরিফুল নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। শনিবার মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রাম থেকে থেকে তাকে আটক করা হয়।

শরিফুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার বয়রা গ্রামের মোঃ রেজাউল হকের ছেলে। জেলা গোয়ন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে শরিফুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ১২০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধভর করা হয়।

সে ফেন্সিডিল নিয়ে বরিশালে তারিক নামে একজনকে পৌছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল। এই ব্যাপারে মুজিবনগর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুর সহ সারা দেশে ফের বেড়েছে পেঁয়াজের দাম

মেহেরপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ফের বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে ১২০ টাকায়। দাম বৃদ্ধির জন্য যোগান কমের অজুহাত দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। এদিকে, বেড়েছে মাছের দামও। বাজারে শীতের সবজির সরবরাহ ভালো হলেও দাম রয়েছে বেশি।

আবহাওয়া বৈরি হলেও ছুটির দিনে রাজধানীর কাঁচাবাজারে ক্রেতা সমাগম ছিল তুলনামূলক বেশি। বাজারে নিত্য পণ্যের যোগান বেশি হলেও ক্রেতার নজর পেঁয়াজের দিকে। প্রয়োজনীয় এই ভোগ্য পণ্য কিনতে বেগ পেতে হচ্ছে ভোক্তার।

সরকারি নানা উদ্যোগেও লাগাম টানা যাচ্ছে না পেঁয়াজের দরে। পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি ১০০ টাকায় বিক্রি হলেও খুচরা বাজারে

এক কেজি দেশি পেঁয়াজ কিনতে হচ্ছে ১২০ টাকায়। ভারতীয় পেঁয়াজের কেজিও ১১০ থেকে ১১৫ টাকা।

এদিকে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা থাকায় চাহিদা বেড়েছে অন্য মাছের। বেড়েছে দামও। তবে চাষের মাছের তুলনায় নদ-নদীর মাছের দাম বেশি। বাজারে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়লেও দাম এখনও বেশি। প্রতি কেজি শিম বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকায়। টমেটোর কেজি ১১০ টাকা। ফুলকপি, বাঁধাকপি বিক্রি হচ্ছে প্রতিটি ৩০ থেকে ৪০ টাকায়।

মেহেরপুর বড় বাজার সহ গাংনীতে একদিনের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজিতে ১০-১৫ টাকা
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরের তহ বাজার ঘুরে দেখা গেছে একদিনের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ১০ টাকা বেড়ে গেছে। বেড়ে হয়েছে ১০০ টাকা । কোন কোন বিক্রেতা ১১৫ টাকা করেও পেয়াজ বিক্রি করেছেন বলে জানা যায়।

গত বৃহস্পতিবার পেয়াজেরর দাম ছিল প্রতি কেজি ৯০ টাকা। এক দিনের ব্যবধানে গতকাল শুক্রবার তা বেড়ে দাড়িয়েছে ১০০-১১৫ টাকা কেজি।

খুচরা বিক্রেতারা বলছে পাইকারি ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে একদিনে পেয়াজের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে কাচা ঝাল গত সপ্তাহে প্রতি কেজি দাম ছিল ৩৫ থেকে ৪০ টাকা এ সপ্তাহে তার দাম বেড়ে দাড়িয়েছে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

সভাপতি নুরুল ইসলাম, সম্পদক মাসুদ হোসেন

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে কাউন্সিলরদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে আলহাজ¦ নুরুল ইসলাম কে সভাপতি এবং বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় মো: মাসুদ হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

গতকাল শুক্রবার সন্ধা সাড়ে ৬ টার সময় যাদবপুর ব্রীজের পূর্ব পার্শ্বের মোড়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সভাপত্বিতে সম্মেলনে বক্তব্য দেন সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, আওয়ামী লীগ নেতা বুলবুল হোসেন, আব্দুল মান্নান ছোট প্রমুখ।
সম্মেলনে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শহর প্রতিনিধি

মেহেরপুরে উঠতি ফসলের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

মেহেরপুর সহ সারাদেশে টানা বর্ষনে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সেই সাথে জন জীবন হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। গত বুধবার থেকে শুরু হওয়া টানা বৃষ্টিতে সব থেকে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে খেটে খাওয়া মানুষরা। কৃষক, ভ্যান-রিক্সা চালক, শ্রমিকরা বসে বসে দিন পার করছেন।

শুধু তাইই নয় লাগাতার বর্ষনে আমন ধান, কপি, নতুন লাগানো পিয়াঁজ, রসুনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়। আবাদি জমিগুলো হাটু পানিতে তলিয়ে গেছে।

শোলমারী গ্রামের আব্দুল জাব্বার জানান, দুই বিঘা আগাম পিয়াঁজ লাগিয়ে ছিলাম কিন্তু টানা বৃষ্টিতে সে জমি এখন পানির নিচে। এতে আমার প্রায় লাখ টাকার ক্ষতি হয়ে গেলো।
তেরোঘরিয়া গ্রামের ফারুক হোসেন জানান, আমন ধান ছিল দুই বিঘা, কপি ছিল এক বিঘা অসময়ের এ বৃষ্টিতে সবকিছু পানির নিচে।

এদিকে ব্যাস্ত মেহেরপুরে বৃষ্টির কারনে অনেকটাই ফাকা দেখা গেছে। নেই মানুষের কোলাহল, নেই গাড়ি-ঘোড়ার চাপ।

মেহেরপুর শহরের রিক্স চালক চাঁদ আলী জানান, বাড়ি রাজাপুর, পেটের দায়ে রিক্সা চালায়। দুইদিন ধরে দুইশো টাকার কাজও করতে পারিনি। রাস্তায় তেমন মানুষ নেই যে দুইএকজন আছে তারা সবাই অটোতে যাতায়াত করছে।

দিন মজুর জয়নাল, হাফিজুল, কালাম জানান, রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজের সন্ধানে মেহেরপুরে চলে আসি। গত বৃহস্পতিবার থেকে কোন কাজ নেই। কেউ কাজের জন্য ডাকছে না। বাড়িতে ছেলে সংসার আছে এইভাবে চলতে থাকলে আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে।
টানা বৃষ্টিতে গ্রামের চায়ের দোকান গুলোতে ব্যাপক লোকজনের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। কাজ-কাম করতে না পেরে চা আড্ডাতে মেতেছে অনেকেই।

মুজিবনগর অফিস জানাই, টানা বৃষ্টিতে মুজিবনগর পর্যটন কেন্দ্র পুরোপুরি ফাকা। সেখানকার ব্যবসায়ীরা অনেকটা খেয়ে-ঘুমিয়ে দিন পার করছে। সেই সাথে নতুন ও উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

গাংনী অফিস থেকে জানাই, লাগাতার বৃষ্টিতে জন-জীবন বিপর্যস্ত। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দিন মজুর, চাকরিজীবি সবাই পড়েছে বিপদে।

স্থানীয় আবহাওয়া অফিস সুত্রে জানা যায়, বুধবার থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি থাকতে পারে আরও দুইদিন। আগামী সোমবার আবহাওয়া স্বাভাবিক হতে পারে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. আখতারুজ্জামান জানান, যেহেতু মেহেরপুর বন্যা মুক্ত এলাকা তাই এখানে ফসলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে যদি এরকম বৃষ্টি লেগে থাকে তাহলে শীতকালিন সবজীর কিছুটা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখন বৃষ্টি হওয়ার উপযুক্ত সময় না।

দুইদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে । এতে শীতকালিন সবজীর জন্য জমির জোঁ আসতে দেরি হবে। ফসল চাষ এ বছর একটু পিছিয়ে যাবে। আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সব সময় তদারকি করছে। ফসলের যেন ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে কৃষকদের যে কোন সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক

আজ স্মৃতির অন্তরালে বাবুই পাখি

বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই,
কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই!
আমি থাকি মহা সুখে অট্টালিকা পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে…..

মানুষকে মানবিক ভাবে জাগ্রত করার জন্য কবি রজনীকান্ত সেন এ কবিতাটি রচনা করেন।
তার এ কালজয়ী কবিতাটি এখনো মানুষের মুখে মুখে। বাবুই পাখিকে নিয়ে কবির ‘স্বাধীনতার সুখ’ কবিতাটি আজো মানুষ উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করলেও হারিয়ে যেতে বসেছে বাবুই পাখি ও বাবুই পাখির বাসা।

বাবুই পাখির বাসা আজ অনেকটা স্মৃতির অন্তরালে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অথচ আজ থেকে প্রায় ১৫/২০ বছর আগেও গ্রাম-গঞ্জে তাল,নারকেল ও সুপারি গাছে দেখা যেত বাবুই পাখির নিপুণ কারু কাজে তৈরি দৃষ্টিনন্দন বাসা।

এসব বাসা শুধু শৈল্পিক নিদর্শনই ছিল না, মানুষের মনে চিন্তার খোরাক জোগাত এবং আত্মনির্ভশীল হতে উৎসাহ দিত। কিন্তু কালের বিবর্তনে ও পরিবেশে বিপর্যয়ের কারণে পাখিটি আমরা হারাতে বসেছি। এক সময় গ্রাম-গঞ্জের তাল, নারিকেল ও খেজুর গাছে এরা বাসা বেঁধে থাকতো। প্রকৃতি থেকে তাল আর খেজুর গাছ বিলুপ্ত হওয়ায় বাবুই পাখিও হারিয়ে যেতে বসেছে।
এক সময় মেহেরপুরে তিন প্রজাতির বাবুই পাখি দেখা যেত।

দেশি বাবুই, দাগি বাবুই ও বাংলা বাবুই। তবে বাংলা ও দাগি বাবুই এখন বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে কিছু দেশি বাবুই দেখা যায়। বাসা তৈরির জন্য বাবুই পাখির প্রথম পছন্দ তাল গাছ। এরপর নারিকেল, সুপারি ও খেজুর গাছ। এরা খড়ের ফালি, ধানের পাতা, তালের কচিপাতা, ঝাউ ও কাশবন দিয়ে বাসা বাঁধে। বাসার গঠনও বেশ জটিল, তবে আকৃতি খুব সুন্দর। বাসা যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনি মজবুত।

শুরুতে বাসায় দুটি নিম্নমুখী গর্ত রাখে। অর্ধেক বাসা বাঁধার পর তার সঙ্গীকে খোঁজে। স্ত্রী বাবুইটির পছন্দ হলে মাত্র চার দিনে বাসা বাঁধার কাজ শেষ করে। বাসার নিম্নমুখী একটি গর্ত বন্ধ করে ডিম রাখার জায়গা করে নেয়। অন্যটি খোলা রাখে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য।
বাসার ভেতরে-বাইরে কাদা লাগিয়ে রাখে। ফলে প্রবল ঝড়ে বা বাতাসেও টিকে থাকে বাসা। রাতে বাসা আলোকিত করার জন্য জোনাকি পোকা ধরে এনে রাখে। সাথী বানানোর জন্য কত কিছুই না করে পুরুষ বাবুই। স্ত্রী বাবুইকে নিজের প্রতি আকর্ষিত করতে খাল-বিল ও ডোবায় গোসল সেরে ফূর্তিতে নেচে বেড়ায় গাছের ডালে ডালে।

সাধারণত মে থেকে আগস্ট বাবুই পাখির প্রজনন মৌসুম। একটি পুরুষ পাখির একাধিক বাসা ও পরিবার থাকতে পারে। বাবুই পাখি দুই থেকে চারটি ডিম দেয়। স্ত্রী বাবুই ডিমে তা দেয়। দুই সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা ফোটে। তিন সপ্তাহ পর বাচ্চা উড়ে যায়। এরা মূলত বীজভোজী পাখি। তাই এদের ঠোঁটের আকৃতি সহজে বীজ ভক্ষণের উপযোগী চোঙাকার। আর ঠোঁটের গোড়ার দিকটা মোটা। এরা সাধারণত খুঁটে খুঁটে বিভিন্ন ধরনের বীজ, ধান, ভাত, পোকা, ঘাস, ছোট উদ্ভিদের পাতা, ফুলের মধু-রেণু ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে।

সোনালি ও সবুজ রঙের এ বাবুই পাখির কিচিরমিচির ডাক শোনা যেত সন্ধ্যা ও সকালে। এ পাখি যেমন শিল্পী তেমন ঘুম জাগানিয়া। চমৎকার সুরে মানুষের ঘুম ভাঙাতো। এখন নেই কোন বড় তাল আর নারিকেল গাছ। বাসা বাঁধার জায়গা না থাকায় এ পাখি বংশ বৃদ্ধি করতে পারেনি। এলাকা থেকে বিদায় নিয়েছে। পরিবেশ ও পাখি সংরক্ষণের জন্য তাল, নারিকেল গাছ লাগানো প্রয়োজন।

মেহেরপুর গাংনী মহিলা কলেজের জীব বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর রিনা আকতার বলেন, এখন কৃষকরা ক্ষেতে ও বীজতলায় কীটনাশক ব্যবহার করায় বাবুই পাখি মারা যায়। বংশ রক্ষার্থে তারা এলাকা ত্যাগ করেছে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বাবুই পাখির বংশ বিস্তারে তাল, খেজুর ও নারকেল গাছ রোপণ করতে হবে। সেই সাথে কীটনাশকের অপব্যবহার রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

গাংনী প্রতিনিধি

জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে ইসলাম আলী মাস্টারের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী মাস্টারের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকালে পৌর ঈদগাহ সংলগ্ন জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজি মিজান মেনন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ও পিচ এম্বাসেডর জাকির হোসেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, যুবদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আলতাব হোসেন, নেতা আপেল, শিমুল, ছাত্রদলের সহ সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি, সহ সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম, নবিন দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি উজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি।

:নিজস্ব প্রতিনিধি

চা-বিক্রিই ভরসা অবুঝ ৪ ভাই বোনের

বাবা মাকে হারিয়ে অথয় সাগরে ভাসছে মেহেরপুরের গাংনীর কসবা গ্রামের ৪ অবুঝ শিশু। মায়ের মৃত্যু’র পর অবুঝ শিশুদের ছেড়ে তাদের

বাবা নতুন বিয়ে করে সংসার পেতেছে অন্যত্র।

বাবা মাকে ছাড়াই বৃদ্ধ দাদার ঘরে অনাহারে অর্ধহারে অবহেলায় মানবেতর জীবন যাপন করছে ঐ শিশুরা। ছোট তিন ভাই বোনের আহার ও পড়াশুনার খরচ জোগাতে ভাঙ্গাচোরা চায়ের দোকান দিয়েছে শিশু আশিক (১২)।

শিশু আশিক জানায়, মুস্তাকিম (১০), কুলসুম (৮) ও রিয়াজ (৬) নামের তিন ভাই বোন রয়েছে মায়ের মৃত্যু’র পর বাবা অন্যত্র বিয়ে করে তাদের ছেড়ে চলে গেছে। বৃদ্ধ দাদা দাদীর কাছে থাকে সে সহ তার ভাই বোনেরা। বৃদ্ধ দাদার অভাবের সংসার ঠিকমত চলেনা দু বেলা দুমুঠো ভাতও জোটেনা।

পরে বাড়ির সাথে একটি চায়ের দোকান চালিয়ে ভাই বোনদের পড়াশুনা ও দু বেলা আহার জোটানোর চেষ্টা করছি। আশিক আরো জানান, তারা কুড়ে ঘরে থাকেন পানিতে ভিজে অনেক রাত কাটাতে হয়েছে। তাই একটি ও দোকান থাকার জন্য একটি ঘর হলেই চার ভাই বোন মিলে কিছুটা শান্তির সাথে থাকতে পারবো।

আশিকের দাদী সালমা খাতুন জানান, ৪ জন শিশুকে নিয়ে তিনি মহা বিপাকে পড়েছেন। অভাব অনটনের সংসারে তাদের ঠিকমত খেতে দিতে পারিনা। শিশুরা বিভিন্ন সময়ে মায়ের জন্য কান্না করে। মা আসছে আসবে বলে অনেক সময় তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিই। এভাবে চলে তাদের জীবন সংগ্রাম। সরকারী ভাবে সহায়তা কামনা করেছেন তিনি।

শিশু রিয়াজ জানায় সকালে সে নুন (লবন) দিয়ে পানতা ভাত খাইছে। সে বলে আমাদের মা নেই তাই কেউ ভালোবাসেনা ঠিকমত খেতেও দেয়না।

স্থানীয়রা জানায়, শিশুদের মা মনোয়ারা খাতুনের মৃত্যু’র পর তাদের বাবা ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা গ্রামের রাশিদুল ইসলাম পুনরায় বিয়ে করে অন্যত্র বসবাস করলেও ৪ শিশুর খোজ খবর নেয়না।

শিশুদের দাদা বৃদ্ধ নালান হোসেন অনেক কষ্ট করে কোন রকম দু বেলা দু মুটো ভাত কাপড়ের জন্য রাতদিন পরিশ্রম করে। কিন্তু বয়সের ভারে নালান হোসেন ঠিকমত কোন কাজ করতেও পারেন না। বৃদ্ধ দাদার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সব স্বপ্ন শেষ করে সংসারের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছে কিশোর আশিক।

আশিকের দাদা লালন জানান, কি বলবো বাবা ৪ শিশুকে নিয়ে কষ্টের

সংসার চলছে। বয়স হয়েছে ঠিকমত চলাচল করতে পারিনী। কি করে অবুঝ শিশুদের মুখে ভাত তুলে দেবো সেই ভাবনায় থাকতে হয়। সরকারী ভাবে যদি মাসে ৩০ কেজি চাউল,দোকান সংস্কার করে কিছু মালামাল উঠানো যেত তাহলে হইতো কষ্টটা কিছুটা হলেও লাঘব হতো।

ধানখোলা ইউপি সদস্য কসবা গ্রামের বাসিন্দা নিলু জানান, শিশুদের দেয়ার মত সরকারী ভাবে বরাদ্দ কিছু নেই। তবে তাদেও সহায়তার জন্য সকলেল এগিয়ে আসা উচিৎ।

ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান জানান,পরিবারটি মানবেতর জীবন যাপন করছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও ব্যক্তিগত ভাবে তাদের সহায়তা করার আশ্বাস দেন তিনি। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, শিশুদের খোঁজ খবর নিয়ে সহায়তা করা হবে।

আল-আমীন, গাংনী

মেহেরপুরের ২৫ টি সহ এমপিও হলো ২৭৩০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর অবশেষে মেহেরপুরের ২৫ টি সহ এমপিও ভুক্ত হলো দেশের ২৭৩০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
গতকাল বুধবার গনভবনে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন এমপিও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা ঘোষণা করেন। নতুন এমপিও’র তালিকায় মেহেরপুরের ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪টি নিম্ন মাধ্যমিক, ৩টি মাদ্রসা ও ১টি ভোকেশনাল রয়েছে।
মেহেরপুরের নতুন এমপিও ভুক্ত প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে সদর উপজেলার চকশ্যামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সিএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বলিয়ারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মুজিবনগর উপজেলায়, মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোনাখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গাংনী উপজেলায়, এসকেএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এমএইসএ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যুগিন্দা মাধ্যমিক

বিদ্যালয়, ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এনপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। নি¤œ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, সিএইসএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেআরআরএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গাংনী উপজেলায়, মোহাম্মদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মাদ্রাসার মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায়, আমঝুপি আলিম মাদ্রাসা, পিরোজপুর দাখিল মাদ্রাসা। গাংনী উপজেলায়, কাজিপুর দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা। ভোকেশনালের মধ্যে মুজিব নগর উপজেলার আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমি।
এদিকে এমপিও পেয়ে মেহেরপুরের শিক্ষকদের মাঝে বইছে আনন্দের বন্যা। বহুল প্রতিক্ষিত এমপিও পেয়ে অনেকের চোখেই আনন্দের অশ্রæ দেখা যায়।
নতুন এমপিও পেয়ে অনুর্ভুক্তির কথা জানতে চাইলে শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমান বলেন, নতুন এমপিও পেয়ে একদিকে যেমন আনন্দিত অন্যদিকে সিনিয়র শাখা না হওয়াতে কষ্ট পেতে হচ্ছে। ২০০৪ সাল থেকে শ্রমদিয়ে আসছে আমার প্রান প্রিয় শিক্ষকরা। তারপরও আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি এবং দোয়া করি যেন সিনিয়র শাখাটিও দ্রæত এমপিও হয়ে যায়।
বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কালাম বলেন, একসাথে দুইটি শাখা এমপিও পেয়ে আমি অনেক খুশি। সেই সাথে ধন্যবাদ জানায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। আমাদের দীর্ঘ দিনের দুঃখ-কষ্ট এবার লাঘব হবে।
কেআরআরএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বজলুর রহমান বলেন, আনন্দ প্রকাশ করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর অবশেষে এমপিও নামের সোনার হরিনের মুখ দেখতে পেলাম।
আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার সহকারি শিক্ষক সাজ্জাদুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘ ১০ বছর পরিশ্রমের পর এমপিওর ঘোষনা পেলাম। এর চাইতে খুশির খবর আরকি হতে পারে।
এ বিষয়ে উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম বলেন, যে সব প্রতিষ্ঠান নতুন করে এমপিও ভুক্ত হয়েছে তাদের অভিনন্দন জানাই। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে তাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে এমপিও ভুক্তির আওতায় নেওয়া অনেক জরুরী ছিল।
জেলা শিক্ষা অফিসার শাহিন আক্তার বলেন, যোগ্য প্রতিষ্ঠান গুলো এমপিও ভুক্তির আওতায় এসেছে। তবে এমপিও ধরে রাখতে হলে শিক্ষার মান ভালো থাকতে হবে। না হলে এমপিও বাতিল হতে পারে।

নিজস্ব প্রতিবেদক

মেহেরপুরে উন্মুক্ত পাঠগৃহ ও সামাজিক কল্যান সংস্থার আলোচনা সভা ও পুরুষ্কার বিতরণ

মেহেরপুরে উন্মুক্ত পাঠগৃহ ও সামাজিক কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে বার্ষিক পুরুষ্কার বিতরণী, আলোচনা সভা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমি এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উন্মুক্ত পাঠগৃহ ও সামাজিক কল্যাণ সংস্থার সভাপতি মোস্তাকুর রহমান তুষার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, অধ্যাপক নুরুল আহমেদ, ডা. আবুল বাশার, সাংবাদিক রুহুল কুদ্দুস টিটু, প্রফেসর খরচু ইসলাম, মীর রওজান আলি মনা, সুমনা রহমান।

অনুষ্ঠান শেষে সেরা পাঠকদের মাঝে পুরুষ্কার নিরতণ করা হয়।

সেই সাথে সিলন সুপার সিঙ্গার প্রতিযোগিতায় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় রানার্সআপ হওয়ায় সুমনা রহমানকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানটি সার্বিক সহযোগিতা করে মেহেরপুর আড্ডা সংগঠন।